

রহমান রহীম আল্লাহ তাআলার নামে

রুকু ১

- ০৫৬-১ যখন (কেয়ামতের অবশ্যস্জাবী) ঘটনাটি সংঘটিত হবে,
- ০৫৬-২ (তখন) কেউই তার সংঘটিত হওয়ার অস্বীকারকারী থাকবে না।
- ০৫৬-৩ এ (ঘটনা)-টি হবে (কারো মর্যাদা) ভুল্লুঠনকারী, (তার কারো মর্যাদা) সমুল্লতকারী,
- ০৫৬-৪ পৃথিবী যখন প্রবল কম্পনে কম্পিত হবে,
- ০৫৬-৫ পর্বতমালা সম্পূর্ণরূপে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়া হবে,
- ০৫৬-৬ অতঃপর তা বিক্ষিপ্ত ধূলিবালিতে পরিণত হয়ে যাবে,
- ০৫৬-৭ আর তোমরা (মানুষরা তখন) তিন ভাগ হয়ে যাবে;
- ০৫৬-৮ (প্রথমত হবে) ডান দিকের দল, জানো এ ডান দিকের লোক কারা ?
- ০৫৬-৯ (দ্বিতীয়ত হবে) বাম দিকের দল, কারা এ বাম দিকের লোক ?
- ০৫৬-১০ (তৃতীয়ত হবে) অগ্রবর্তী (ঈমান আনয়নকারী) দল, এরাই (হলো মূলত প্রধান) অগ্রগামী দল,
- ০৫৬-১১ এরা হচ্ছে (আল্লাহ তাআলার) একান্ত ঘনিষ্ঠ বান্দা,
- ০৫৬-১২ (এরা অবস্থান করবে) নেয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাতসমূহে।

- ০৫৬-১৩ (এদের) বড়ো অংশটি (অবশ্য হবে) আগের লোকদের মধ্য থেকে,
- ০৫৬-১৪ আর সামান্য (অংশই) থাকবে পরবর্তী লোকদের মাঝ থেকে;
- ০৫৬-১৫ (তারা থাকবে) স্বর্ণখচিত আসনের ওপর,
- ০৫৬-১৬ তার ওপর তারা (একে অপরের) মুখোমুখি (আসনে) হেলান দিয়ে (বসবে)।
- ০৫৬-১৭ তাদের চারপাশে (তাদের সেবার জন্যে) চির কিশোরদের একটি দল ঘুরতে থাকবে,
- ০৫৬-১৮ পানপাত্র ও প্রবাহমান সুরা ভর্তি পেয়ান্না নিয়ে (এরা প্রস্তুত থাকবে),
- ০৫৬-১৯ সেই (সুরা পান করার) কারণে তাদের কোনো শীরপীড়া হবে না, তারা (কোনো রকম) নেশাও করবে না,
- ০৫৬-২০ (সেখানে আরো থাকবে) তাদের নিজ নিজ পছন্দমতো ফলমূল,
- ০৫৬-২১ (থাকবে) তাদের মনের চাহিদা মোতাবেক (রকমারি) পাখির গোশত;
- ০৫৬-২২ (সেবার জন্যে মজুদ থাকবে) সুন্দরী সুনয়না তরুণী দল,
- ০৫৬-২৩ তারা যেন (সযত্নে) এক একটি ঢেকে রাখা মুক্তা,
- ০৫৬-২৪ (এর সব কিছুই হচ্ছে তাদের) সে (কাজের) পুরস্কার যা তারা (দুনিয়ায়) করে এসেছে।
- ০৫৬-২৫ সেখানে তারা কোনো অর্থহীন প্রলাপ (বা কথাবার্তা) স্তনতে পাবে না,
- ০৫৬-২৬ (সেখানে) বরং বলা হবে (স্তুধু) শান্তি, নিরবচ্ছিন্ন শান্তি!
- ০৫৬-২৭ (অন্তঃপর আসবে) ডান পাশের লোক, আর কারা (এ) ডান পাশের লোক;

০৫৬-২৮ (ভারা অবস্থান করবে এমন এক উদ্যানে,) যেখানে থাকবে (শুধু) কাঁটাবিহীন
বরই গাছ,

০৫৬-২৯ (থাকবে) কাঁদি কাঁদি কল্লা,

০৫৬-৩০ (শাক্তিদায়িনী) ছায়া দূর-দূরান্ত পর্যন্ত সম্প্রসারিত হবে,

০৫৬-৩১ আর থাকবে প্রবাহমান (ঝর্ণাধারার) পানি,

০৫৬-৩২ পর্যাপ্ত (পরিমাণ) ফলমূল,

০৫৬-৩৩ (এমন সব ফল) যার সরবরাহ কখনো শেষ হবে না এবং (যার ব্যবহার
কখনো) নিষিদ্ধও করা হবে না,

০৫৬-৩৪ আর থাকবে উঁচু উঁচু বিছানা;

০৫৬-৩৫ আমি তাদের (সাথী ছরদের) বানিয়েছি বানানোর মতো (করেই),

০৫৬-৩৬ (তাদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে,) আমি তাদের চির কুমারী করে রেখেছি,

০৫৬-৩৭ (তাদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে) তারা (হবে) সমবয়সের প্রেম সোহাগিনী,

০৫৬-৩৮ (এগুলো হচ্ছে প্রথম দলের সব) ডান পাশের লোকদের জন্যে;

রুকু ২

০৫৬-৩৯ (এ ডান পাশের লোকদের) এক বিরাট অংশই হবে আগের লোকদের মাঝ
থেকে.

০৫৬-৪০ (আবার) অনেকে হবে পরবর্তী লোকদের মাঝ থেকেও;

০৫৬-৪১ যারা বাম পাশের লোক, তুমি কি জানো এ বাম পাশের লোক কারা;

০৫৬-৪২ (যাদের অবস্থান হবে জাহান্নামের) উত্তম ও ফুটন্ত পানিতে,

056-87 এবং (ঘন) কালো রঙের ধোঁয়ার ছায়ায়,

056-88 (সে ছায়া যেমন) শীতল নয়, (তেমনি তা কোনো রকম) আরামদায়কও হবে না।

056-89 এরা (হচ্ছে সেসব লোক যারা) এর আগে (দুনিয়ায়) অতন্ত্য সুখ সম্পদে কাটাতে,

056-90 এরা বার বার জঘন্য পাপ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়তে,

056-91 এরা বলতে, আমরা যখন মরে যাবো এবং (মরে যাওয়ার পর) আমরা যখন মাটি ও হাড়ের সমষ্টিতে পরিণত হয়ে যাবো, তখনও কি আমাদের পুনরায় জীবিত করা হবে?

056-92 (জীবিত করা হবে) কি আমাদের বাপ-দাদা এবং পূর্বপুরুষদেরও?

056-93 (হে নবী,) তুমি বলো, অবশ্যই আগে পরের সব লোককেই-

056-94 একটি নির্দিষ্ট দিনে (একটা নির্দিষ্ট সময়ে) জড়ো করা হবে!

056-95 অতঃপর (কাফেরদের বলা হবে,) ওহে পথভ্রষ্ট ও (এ দিনের আগমনকে) মিথ্যা প্রতিপন্নকারী ব্যক্তিরে,

056-96 (দুনিয়ায় যা অর্জন করেছো তার বিনিময়ে আজ) তোমরা ভিক্ষণ করবে 'যাক্কুম' (নামক একটি) গাছের অংশ,

056-97 অতঃপর তা দিয়েই তোমরা (তোমাদের) পেট ভরবে,

056-98 তার ওপর তোমরা পান করবে (জাহান্নামের) ফুটন্ত পানি,

056-99 তাও আবার পান করতে থাকবে (মরণভূমির) তৃষ্ণার্ত উটের মতো করে;

056-100 এ হবে (কেয়ামতে) তাদের যথার্থ মেহমানদারী;

- ০৫৬-৫৭ আমি (যে) তোমাদের সবাইকে পয়সা করেছি- (এ কথাটা) তোমরা কি বিশ্বাস করছো না?
- ০৫৬-৫৮ তোমরা যে (সন্তান উৎপাদনের জন্যে এক বিস্মু) বীর্যপাত করে আসো, সে সম্পর্কে (কখনো) কি ভেবে দেখেছো?
- ০৫৬-৫৯ বলো তো, তাকে কি তোমরা (পূর্ণাঙ্গ) মানুষ বানিয়ে দাও না আমি তার সৃষ্টি?
- ০৫৬-৬০ তোমাদের মাঝে (সবার) মৃত্যু আমিই নির্ধারণ করি এবং আমি এ ব্যাপারে মোটেই অক্ষম নই যে-
- ০৫৬-৬১ তোমাদের মতোই আরেক দল মানুষ দিয়ে তোমাদের বদল করে দেবো এবং (প্রয়োজনে) তোমাদেরই (আবার) এমনভাবে তৈরী করবো যে, তোমরা কিছুই জানতে পারবে না।
- ০৫৬-৬২ তোমরা (যখন) তোমাদের প্রথম সৃষ্টির ঘটনাটা সুনিশ্চিতভাবে জানতে পেরেছো, (তখন দ্বিতীয়বার সৃষ্টির ভবিষ্যদ্বাণী থেকে) কেন শিক্ষা গ্রহণ করছো না?
- ০৫৬-৬৩ তোমরা (যমীনে) যে বীজ বপন করে আসো সে সম্পর্কে কি কখনো চিন্তা করছো?
- ০৫৬-৬৪ (তা থেকে) ফসলের উৎপাদন কি তোমরা করো না আমিই তার উৎপাদক?
- ০৫৬-৬৫ অথচ আমি যদি চাই তাহলে (অঙ্কুরিত সব) বীজ খড়কুটায় পরিণত করে দিতে পারি, আর (তা দেখে) তোমরা হতভম্ব হয়ে পড়বে,
- ০৫৬-৬৬ (তোমরা বলতে থাকবে, হায়!) আজ তো আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেলো,
- ০৫৬-৬৭ আমরা তো (ফসল থেকে আজ) বঞ্চিতই থেকে গেলাম!

০৫৬-৬৮ কখনো কি তোমরা সেই পানি সস্বন্ধে চিন্তা করে দেখেছো যা তোমরা (সব সময়) পান করো;

০৫৬-৬৯ (বলতে পারো? - আকাশের) মেঘমালা থেকে এ পানি কি তোমরা নিজেরা বর্ষণ করো না আমি এর বর্ষণকারী?

০৫৬-৭০ অথচ আমি চাইলে এ (সুপেয়) পানি লবনাক্ত করে দিতে পারি, (পানির এ সুন্দর ব্যবস্থাপনার জন্যে) তোমরা কেন আমার কৃতজ্ঞতা আদায় করছো না?

০৫৬-৭১ আগুন- যা (প্রতিদিন) তোমরা প্রজ্জ্বলিত করে থাকে- তা সম্পর্কে কি কখনো ভেবে দেখেছো?

০৫৬-৭২ তার (জ্বালানোর) গাছটি কি তোমরা সৃষ্টি করেছো না আমি এর স্রষ্টা?

০৫৬-৭৩ (মূলত) আমিই একে (সভ্যতার) নিদর্শন করে রেখেছি এবং একে ভ্রমণকারীদের জন্যে প্রয়োজন পূরণের সামান বানিয়ে দিয়েছি।

০৫৬-৭৪ অতঃপর (হে নবী, এসব কিছুর জন্যে) তুমি তোমার মহান মালিকের নামের মাহাত্ম্য ঘোষণা করো।

রুকু ৩

০৫৬-৭৫ অতঃপর আমি শপথ করছি তারকাগুলোর অশ্চাচলের,

০৫৬-৭৬ সত্যিই (আমার গোটা সৃষ্টি নৈপুণ্যের আলোকে) তা হচ্ছে এক মহা শপথ, যদি তোমরা জানতে;

০৫৬-৭৭ অবশ্যই কোরআন এক মহামর্যাদাবান গ্রন্থ।

০৫৬-৭৮ এটি লিপিবদ্ধ রয়েছে একটি (সযত্নে) রক্ষিত গ্রন্থে,

০৫৬-৭৯ পুত পবিত্র ব্যক্তিরেকে তা কেউ স্পর্শও করে না;

০৫৬-৮০ (কেননা তা) নাযিল করা হয়েছে সৃষ্টিকূলের মালিক আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে।

০৫৬-৮১ তোমরা এ (গ্রন্থের আনীত) বাণীকে কি সাধারণ কথাই মনে করতে থাকবে ?

০৫৬-৮২ এবং মিথ্যা প্রতিপন্ন করাটাকেই তোমরা তোমাদের জীবিকা (আহরণের পেশা) বানিয়ে নেবে ?

০৫৬-৮৩ যখন কোনো (মানুষের) প্রাণ (তার) কর্তনালীতে এসে পৌঁছে যায়,

০৫৬-৮৪ তখন (কেন) তোমরা (অসহায়ের মতো) ভাবিয়ে থাকো,

০৫৬-৮৫ (এ সময় তো বরং) তোমাদের চাইতে আমিই সেই (মুমূর্ষ) ব্যক্তির বেশী কাছে থাকি, (কিন্তু) তোমরা এর কিছুই দেখতে পাও না।

০৫৬-৮৬ তোমরা যদি (তোমাদের ক্ষমতার দাবীতে) সত্যবাদী হও, তাহলে কেন সেই (বেরিয়ে যাওয়া প্রাণ)-কে (পুনরায় তার দেহে) ফিরিয়ে আনো না।

০৫৬-৮৭ (হাঁ)- যদি সে (মৃত) ব্যক্তিটি আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত (প্রথম দলের) একজন হয়ে থাকে,

০৫৬-৮৮ তাহলে (তার জন্যে) থাকবে আরাম আয়েশ, উন্নত মানের আহাৰ ও নেয়ামতে ভরপুর (এক চিরন্তন) জান্নাত।

০৫৬-৮৯ আর যদি সে হয় ডান পাশের (দ্বিতীয় দলের) কেউ,

০৫৬-৯০ তাহলে (তাকে এই বলে অভিনন্দন জানানো হবে,) তোমার জন্যে রয়েছে (আল্লাহর পক্ষ থেকে) শান্তি (আর শান্তি, কারণ), তুমি তো (ছিলে) ডান পাশেরই (একজন);

০৫৬-২১ আর যদি সে হয় (আল্লাহ তাআলাকে) অস্বীকারকারী মিথ্যাবাদী পথভ্রষ্ট
দলের কেউ-

০৫৬-২২ তাহলে ফুটন্ত পানি দ্বারা (তার) আপ্যায়ন করা হবে,

০৫৬-২৩ এবং সে জাহান্নামের (কঠিন) আগুনে উপনীত হবে।

০৫৬-২৪ নিশ্চয়ই এ হচ্ছে এক অমোঘ সত্য (ঘটনা)।

০৫৬-২৫ অতএব (হে নবী,) তুমি তোমার মালিকের পবিত্র নামের ভাসবীছ পাঠ করো।

Bengali Translation By : Hafiz Munir Uddin Ahmed
Al Quran Academi London

*Published as Portable Document Format by : Mohammad Noor-e-Alam Siddiquee
More Free Islamic Stuff at www.siddiquee.co.nr*